রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৩০, ২০১৫

৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেনী

(রাজস্ব শাখা)

বাংলাদেশ সরকারের ১৯২৭ সনের বন আইনের ২০ ধারার বিধানমতে ইস্তেহার

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.২০.৩০০০.০২১.১৮.০০৮.১২-১০০—এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ফেনী জেলার উত্তর হইতে ২২°৩৫′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°২০′ পূর্ব হইতে ৯১°৩০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের অবস্থানে নতুন জাগিয়া উঠা চর ভূমিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯২৭ সনের বন আইনের আওতায় "সংরক্ষিত বন" সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞপ্তি নং-১/ফর-৮৩-৭৫/৫৩৯, তারিখঃ ২৪-০৩-১৯৭৭ এর ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞপ্তি নং পবম (শাঃ-৩)৭-৯৭/৮৩১, তারিখঃ ৩০-০৯-১৯৯৯ জারী করিয়াছেন। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির অনুকূলে নিম্ন তফসিলে বর্ণিত এলাকার জন্য ১৯২৭ সনের বন আইনের ২০ নং ধারা মোতাবেক রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণার নিমিত্ত অত্র ইস্তেহার জারি করা হইল ঃ

তফসিল

ক্রমিক নং	রেঞ্জ/বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম/ জে, এল নং	দাগ নং ও অবস্থান	ভূমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
(১)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	বাহির চর	উত্তরে-পূর্ব বড়ধনী দক্ষিণে-চর আবদুল্লা, চর দেলোয়ার পূর্বে-দঃ চরখোন্দকার পশ্চিমে-পূর্ব বড়ধনী	৩০০.৪৮ একর	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।
(২)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	পূর্ব বড়ধলী	উত্তরে-চর চান্দিনা দক্ষিণে-ছোট ফেনী নদী পূর্বে-বাহির চর পশ্চিমে-চরদরবেশ	৩৯.২৯ একর	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।
(৩)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	দক্ষিণ চর খন্দকার	উত্তরে-দঃ চর চান্দিয়া, চর খোন্দকার দক্ষিণে-বাহির চর, চর দেলোয়ার পূর্বে-চর রাম নারায়ন, চর এলেন পশ্চিমে-বাহির চর	১০০.০০ একর	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।
(৪)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	চর রাম নারায়ন	উত্তরে-বাহির চর দক্ষিণে-বামনী নদী/বঙ্গোপসাগর পূর্বে-চর দেলোয়ার পশ্চিমে-বাহির চর, পূর্ব বড়ধলী	২০০.০০ একক	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।
(৫)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	চর এলেন	উত্তরে-চর রাম নারায়ন দক্ষিণে-বামনী নদী/বঙ্গোপসাগর পূর্বে-চর নারায়ন পশ্চিমে-দঃ চর খোন্দকার	৫৫০.০০ একক	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(মোট= ১১৮৯.৭৭ একর)

চূড়ান্তভাবে "সংরক্ষিত বন" এলাকা ঘোষণা করা হলে নিম্নবর্ণিত বাধা নিষেধ আরোপিত হইবে ঃ

(ক) নিম্নস্বাক্ষরকারী, ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, ফেনীর সমীপে পেশ না করা সমস্ত অধিকার (Right) বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তিতে মানিয়া লওয়া অধিকার ছাড়া অন্য কোন প্রকার অধিকার গ্রাহ্য হইবে না।

(গ) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিনা অনুমতিতে সংরক্ষিত বন এলাকায় কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(ঘ) কেহই বনজদ্রব্য যেমনঃ গাছ, ডালপালা, লতাপাতা, ঘাস, বালু, পশু-পাখি, মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া এবং মাটি ইত্যাদি বিনা অনুমতিতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন না।

(ঙ) কেহই চাষাবাদ করিতে পারিবেন না।

(চ) বিনা অনুমতিতে গরু, ছাগল মহিষ, ভেড়া, ইত্যাদি চরাইতে পারিবেন না।

(ছ) বিনা অনুমতিতে কোনরূপ বন্যপ্রাণী ধরিতে বা শিকার করিতে পারিবেন না।

(জ) প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে তফসিলে বর্ণিত এলাকায় উপকূলীয় অঞ্চলের জলাধারে বা জলাশয়ে, নদী বা নদীর মোহনায় মাছ ধরিতে পারিবেন না।

(ঝ) সংরক্ষিত বন এলাকায় কোন ব্যক্তি ঃ

০১. নতুনভাবে সংরক্ষিত বন পরিষ্কার করিতে পারিবেন না যাহা ১৯২৭ সনের বন আইনের ৫ ধারামতে নিষেধ করা হইয়াছে।

০২. সংরক্ষিত বন এলাকায় কেহ আগুন জ্বালাইতে পারিবেন না অথবা সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করিয়া কোন আগুন জ্বালাইতে বা আগুন জ্বলন্ত অবস্থায় রাখিয়া স্থান ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

০৩. সংশ্লিষ্ট বন কর্মচারী দ্বারা সময় সময় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে সব ঋতুতে আগুন জ্বালানো বা বহন করা বা আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখা নিষেধ করা হয় তাহা অমান্য করিতে পারিবেন না।

০৪. প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে গো-মহিষ বিচরণ করাইতে পারিবেন না।

০৫. অবহেলা বশতঃ কোন গাছ কাটিয়া খন্ড করিয়া বা টানিয়া নিয়া জঙ্গলের ক্ষতি সাধন করিতে পারিবেন না।

০৬. কোন গাছ কাটা গাছের ডালপালা কাটা, বাকল তোলা, গাছ চিরাই করিয়া রন্দা করা, গাছের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করা ইত্যাদি করিতে পারিবেন না।

০৭. কোন বনজদ্রব্য আহরণ করিতে, চুন অথবা কয়লা তৈরীতে বা আহরণ করিতে কোন বনজ দ্রব্য স্থানান্তর করিতে অথবা ইহা দ্বারা কোন কিছু তৈরী করিতে পারিবেন না।

০৮. চাষাবাদ বা অন্য কোন কাজে জমি পরিষ্কার করিতে বা ভাংগিতে পারিবেন না।

০৯. বর্ণিত বন আইনের ২৬ ধারা অমান্য করিয়া এবং সরকার কর্তৃক জারিকৃত কোন আইন অমান্য করিয়া বন্য পশু-পাখি শিকার করিতে, মাছ ধরিতে বা মাছ ধরার জন্য পানিতে বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রণ করিতে পারিবেন না। যদি করেন, তবে তাহাকে যথাক্রমে ২৬(১) এর ক, খ, গ, ঘ ধারার অপরাধে ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ২,০০০(দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং ২৬ (১ক) ধারার অপরাধে নিম্নে ৬ মাস পর্যন্ত ও উর্ধ্বে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং নিম্নে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত ও সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অথবা উভয় শাস্তি প্রদান করা হইবে এবং সরকারি জঙ্গলের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হইবে। অত্র ধারা মোতাবেক কোন কার্য নিষেধ বা বেআইনী হইবে না যাহার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিত অনুমতি থাকিবে যাহা সরকার কর্তৃক জারিকৃত আইনের আওতাভুক্ত হইবে অথবা ১৯২৭ সনের বন আইনের ১৫ ধারার 'গ' উপধারা মোতাবেক অথবা সরকার কর্তৃক ১৯২৭ সনের বন আইনের ২৪ ধারামতে দেয় সুবিধাদি আওতাভুক্ত হইবে। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলার জন্য সংরক্ষিত বনের ক্ষতি সাধন করা হয় যাহার জন্য ১৯২৭ সনের বন আইনের ২৬ ধারা মোতাবেক শাস্তি প্রদান করা বা না করা সাপেক্ষে সরকার সমস্ত সংরক্ষিত বন এলাকা বা সংরক্ষিত বন এলাকার কিছু অংশ হইতে দেয় গো-চারণ বা বনজদ্রব্য আহরণের সুবিধা প্রয়োজনমত সময়ের জন্য বন্ধ রাখিতে পারিবেন।

মোহাম্মদ আবুল হাশেম
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
ও
ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ১, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ মাঘ ১৪১৬/৩১ জানুয়ারি ২০১০

নং পবম(বঃ শাঃ-১)-২৩/২০০৯/১৩৫—যেহেতু সরকার গেজেট নোটিফিকেশন নং ৯৮১৫ এল আর, তারিখ ঃ ৬-১১-১৯৫১ ইং মূলে নিম্ন তফসিলভুক্ত ভূমিকে East Bengal State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (East Bengal Act No. XXVIII of 1951) মূলে অধিগ্রহণ করে। যেহেতু সরকার গেজেট নোটিফিকেশন নং ১১-ফর-৬১/৬৫/৩৯৮ তাং ১০-০৫-১৯৬৬ ইং মূলে ১৯২৭ সনের বন আইনের ৪ ধারা মোতাবেক সংরক্ষিত বন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উক্ত ভূমির অবস্থান ও সীমানা উল্লেখ করতঃ ভূমি বা ভূমিতে অবস্থিত বনজ সম্পদের উপর কোন ব্যক্তির স্বত্ব বা অধিকার আছে কিনা বা থাকলে তার প্রকৃতি ও বিস্তৃতি নির্ধারণ এবং তদন্ত করার জন্য ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার নিয়োগ করে।

যেহেতু, ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার একই আইনের ৬ ধারার বিধান মতে ০৩-০৫-২০০১ ইং তারিখে প্রকাশিত গেজেটের ১৮ নং সংখ্যায় সংরক্ষিত বন ঘোষণার নিমিত্ত নোটিশ জারি করেন। উক্ত নোটিশের মাধ্যমে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার বনভূমির অবস্থান নির্দিষ্ট করতঃ কোন ব্যক্তির স্বত্ব/অধিকার থাকলে তা লিখিতভাবে আবেদনমূলে দাখিলের জন্য ৩(তিন) মাসের সময় সীমা নির্ধারণ করেন।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

যেহেতু, একই আইনের ২০(১) (ক) ধারামতে আপত্তি দাখিলের সময় সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং যেহেতু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি আপত্তি দাখিল করেন নাই। তাই সকল স্বত্ব (অধিকার) (যদি থাকে) বিলুপ্ত ঘটেছে।

সেহেতু, সরকার ১৯২৭ সনের বন আইনের (১৯২৭ সনের ১৬ নং আইন) ২০(১)(গ) ধারার ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তফসিলভুক্ত বনভূমিকে এ গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হ'তে "সংরক্ষিত বন" (Reserve Forest) হিসাবে ঘোষণা করলেন।

সংরক্ষিত বন ঘোষণার "তফসিল"

ক্রমিক নং	উপজেলা	জেলা	মৌজার নাম	আর.এস নং /জে.এল নং /টি নং	সি.এস দাগ নং	এরিয়া (একর)	চৌহদ্দি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(১)	পরশুরাম	ফেনী	বীরচন্দ্র নগর	আর.এস নং ২২৪১ টি নং ১২৫২	১	৫.৭৬	উত্তরে-সোনাইছড়ি নদী ও ভারতীয় সীমানা, পূর্বে- সোনাইছড়ি নদী ও ভারতীয় সীমানা, দক্ষিণে বন বিভাগের দাগ নং ১৫ এবং পশ্চিমে মহেশপুষ্করণী মৌজার সীমানা ও জোত ভূমির দাগ নং ২, ৩ ও ৪।
					১৫	৯.৬৯	উত্তরে বন বিভাগের দাগ নং ১, পূর্বে-সোনাইছড়ি নদী ও ভারতীয় সীমানা, দক্ষিণে বন বিভাগের দাগ নং ৯৮ ও জোত ভূমির দাগ নং ৪৩ এবং জোত ভূমির দাগ নং ৮, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১০০, ১৬, ১৮, ২৪, ২৫, ২৮, ২৯, ৩৮, ৩৯, ৪১ ও ৪২।
					৯৮	৯.৭৬	উত্তরে বন বিভাগের দাগ নং ১৫, পূর্বে-সোনাইছড়ি নদী ও ভারতীয় সীমানা, দক্ষিণে-সোনাইছড়ি নদী ও ভারতীয় সীমানা এবং পশ্চিমে বন বিভাগের দাগ নং ৯৭ ও জোত ভূমির দাগ নং ৮৮, ৮৭, ৮৬, ৪৯, ৪৮, ৪৫ ও ৪৩।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
					৯৭	৪.৫৬	উত্তরে জোত ভূমির দাগ নং ৮৮ ও ৯৬, পূর্বে বন বিভাগের দাগ নং ৯৮, দক্ষিণে সোনাই-ছড়ি নদী ও জয়ন্ত নগর মৌজার সীমানা এবং পশ্চিমে রাস্তা।
					৫৯	২.৫৫	উত্তরে জোত ভূমির দাগ নং ৫৬ ও ৫[illegible], পূর্বে [illegible] দাগ নং ৬১ ও রাস্তা, দক্ষিণে জয়ন্ত নগর মৌজার সীমানা এবং পশ্চিমে মধ্যে পুষ্করণীর মৌজার সীমানা।
					৫৩	৭.০৯	উত্তরে মধ্যম পুষ্করণী মৌজার সীমানা, পূর্বে জোত ভূমির দাগ নং ৬৩ ও রাস্তা, দক্ষিণে জোত ভূমির দাগ নং ৫৬ এবং পশ্চিমে ৭ জোত ভূমির দাগ নং ৫৮, ৫৭, ৫৬, ৫৫ ও ৫৪।
					৫১	০.৩৪	উত্তরে-জোত ভূমির দাগ নং ৫২, পূর্বে-জোত ভূমির দাগ নং ৫০, দক্ষিণে-জোত ভূমির দাগ নং ৫০ এবং পশ্চিমে-জোত ভূমির দাগ নং ৫৩।
					মোট =	৩৪.৭৫	
(২)	পরশুরাম	ফেনী	জয়চান্দপুর	আরএস নং ২২৩৯ টি নং ২৫২	১৬	০.৫৫	উত্তরে-ভারতের সীমানা, পূর্বে-জোত ভূমির দাগ নং ১৭, দক্ষিণে-জোত ভূমির দাগ নং ১৫, ১৭ এবং পশ্চিমে-জোত ভূমির দাগ নং ১৫।
					২০	১৫.১৭	উত্তরে-জোত ভূমির দাগ নং ১৭, পূর্বে-ভারতের সীমানা, দক্ষিণে-সত্য নগর মৌজার সীমানা এবং পশ্চিমে-জোত ভূমির দাগ নং ১৭, ১৯, ১৪, [illegible] ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১ ও ১০২।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
					৩৩	১৭.৪৬	উত্তরে-জোত ভূমির দাগ নং ৬, ৭ ও ৮, পূর্বে-জোত ভূমির দাগ নং ৩০, ৩১, ৩২, ২৭, ২৫, ৩৫, ৩৪ ও বনভূমির দাগ নং ১৩৪, দক্ষিণে-জোত ভূমির দাগ নং ৬৭ ও ৬৬ এবং পশ্চিমে-ভারতীয় সীমানা।
					৬৪/১৩৪	৮.৪২	উত্তরে-জোত ভূমির দাগ নং ৩৪ ও গোপাট, পূর্বে-জোত ভূমির দাগ নং ৩৯, ৪০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৫ ও ৭২, দক্ষিণে-জোত ভূমির দাগ নং ৬৬ ও ৬৭ এবং পশ্চিমে-বন বিভাগের দাগ নং ৩৩।
					মোট =	৪১.৬০	
৩)	পরশুরাম	ফেণী	মহেষ পুস্করণী	আরএস নং ২২৪১ জে এল নং ৮	১৫	০.৩৬	উত্তরে-জোত ভূমির দাগ নং ১৩, পূর্বে-সোনাইছড়ি নদী ও ভারতীয় সীমানা, দক্ষিণে-বন বিভাগের দাগ নং ৩৭ ও জোত ভূমির দাগ নং ১৬ এবং পশ্চিমে-রাস্তা।
					৩৭	০.৫৩	উত্তরে-বন বিভাগের দাগ নং ১৫, পূর্বে-সোনাইছড়ি নদী ও জোত ভূমির দাগ নং ৩৮, ৪৯ ও ৫০, দক্ষিণে-জোত ভূমির দাগ নং ৫১ এবং পশ্চিমে-রাস্তা।
					৪৪	০.৫১	উত্তরে-সোনাইছড়ি নদী ও ভারতীয় সীমানা, পূর্বে-সোনাইছড়ি নদী ও ভারতীয় সীমানা, দক্ষিণে-বন বিভাগের দাগ নং ৪১, ৪২ ও ৪৩ এবং পশ্চিমে-জোত ভূমির দাগ নং ৪০, ৪৩, ৪৫, ৪৬ ও ৫৬।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
					৬৫	৫.৭৫	উত্তরে-সোনাইছড়ি নদী ও ভারতীয় সীমানা, পূর্বে-সোনাইছড়ি নদী ও ভারতীয় সীমানা, দক্ষিণে-জোত ভূমির নং ৬২, ৭০, ৫৭ ও ২২৮ এবং পশ্চিমে-সোনাইছড়ি নদী ও ভারতীয় সীমানা ও জোত ভূমির দাগ নং ৫৭, ৬৭, ৭১, ৮৩, ৮৪, ৮৫ ও ৬৮।
					১৪০	০.১৫	উত্তরে-জোত ভূমির দাগ নং ১৪২, পূর্বে-জোত ভূমির দাগ নং ১৩৪, দক্ষিণে-জোত ভূমির নং ১৩৫ এবং পশ্চিমে-গোপাট।
					১৮৪	৩৮.৬০	উত্তরে-বন বিভাগের দাগ নং ১৮৩ এবং জোত ভূমির দাগ নং ৩১৭ ও ২৯৮, পূর্বে-জোত ভূমির দাগ নং ২৯৯, ৩০১ ও ৩০০ এবং বীর চন্দ্র নগর মৌজার সীমানা, দক্ষিণে-জয়ন্ত নগর মৌজার সীমানা এবং পশ্চিমে-দাগ নং ৩২১ (গোপাট)।
					১৮৩/ ৩১৯	১৬.১৩	উত্তরে-জোত ভূমির দাগ নং ৩১৮, পূর্বে-জোত ভূমির দাগ নং ১৪৫, ১৪৮, ১৫০, ১৬০, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৮২, ১৮৫ ও গোপাট দাগ নং ৩২১, দক্ষিণে-জয়ন্ত নগর মৌজার সীমানা এবং পশ্চিমে-ভারতীয় সীমানা।
					মোট =	৬২.০৩	
(৪)	পরশুরাম	ফেণী	মধুগ্রাম	আরএস নং ২২৫৫ এবং ২২৫৬ জে এল নং ৪ টি নং ২৫২	১৮	০.৪২	উত্তরে-গোপাট, পূর্বে-গোপাট ও জোত ভূমির দাগ নং ১৯, দক্ষিণে-জোত ভূমির দাগ নং ১৫ ও ১৯ এবং পশ্চিমে-গোপাট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
					৩৪	১৮.৬৫	উত্তরে-বন বিভাগের দাগ নং ৪৯ ও জোত ভূমির দাগ নং ৪৮, ৪৯, ৫৫ ও ৫২, পূর্বে-বন বিভাগের দাগ নং ৫৪, দক্ষিণে-জোত ভূমির দাগ নং ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৮০ ও ৮১ এবং পশ্চিমে-জোত ভূমির দাগ নং ৪৮, ৪৭, ৪৫, ৩৯, ৩৮, ৩৫, ২৭ ও ৩৩।
					৪৬	৬.১৬	উত্তরে-ভারতীয় সীমানা, পূর্বে-বন বিভাগের দাগ নং ৪৯ ও জোত ভূমির দাগ নং ৪৫, ৪৭ ও ৪৮, দক্ষিণে-জোত ভূমির দাগ নং ৪৪ ও গোপাট এবং পশ্চিমে-জোত ভূমির দাগ নং ৯০০ ও গোপাট।
					৪৯	৯.৫৩	উত্তরে-ভারতীয় সীমানা, পূর্বে-আশ্রাফপুর মৌজার সীমানা ও জোত ভূমির দাগ নং ৫৩ এবং বন বিভাগের দাগ নং ৫৪, দক্ষিণে-বন বিভাগের দাগ নং ৩৪ ও জোত ভূমির দাগ নং ৪৮, এবং পশ্চিমে-বন বিভাগের দাগ নং ৪৬।
					৫৪	১৬.১৫	উত্তরে-আশ্রাফপুর মৌজার সীমানা ও জোত ভূমির দাগ নং ৫৩, পূর্বে-আশ্রাফপুর মৌজার সীমানা ও জোত ভূমির দাগ নং ৫৫, ৫৯ ও ৫৬ দক্ষিণে-জোত ভূমির দাগ নং ৬৩ ও ৬৫ এবং পশ্চিমে-বন বিভাগের দাগ নং ৪৯ ও ৩৪।
					৮৯	৩.৪৮	উত্তরে-ছড়া, পূর্বে-জোত ভূমির দাগ নং [illegible], দক্ষিণে-ছড়া এবং পশ্চিমে-ছড়া।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
					৯১	০.৫৯	উত্তরে-ছড়া ও জোত ভূমির দাগ নং ৯০, পূর্বে-জোত ভূমির দাগ নং ৯২, দক্ষিণে-ছড়া এবং পশ্চিমে-ছড়া।
					২৪১	০.৫৪	উত্তরে-ছড়া, পূর্বে-ছড়া, দক্ষিণে-ছড়া এবং পশ্চিমে-ছড়া।
					২৪৪	০.৫৩	উত্তরে-ছড়া, পূর্বে-জোত ভূমির দাগ নং ২৪৩, ২৪৫, ২৪৬ ও ২৪৮, দক্ষিণে-জোত ভূমির দাগ নং ২৫৩ এবং পশ্চিমে-ছড়া।
					মোট =	৫৩.০৫	

সর্বমোট = ১৯১.৪৩ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মিহির কান্তি মজুমদার
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ [illegible] (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

তফসিলে বর্ণিত এলাকার জন্য ১৯২৭ সনের বন আইনের ২০নং ধারা মোতাবেক রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণার নিমিত্ত অত্র ইস্তেহার করা হইল ঃ

তফসিল

ক্রঃ নং	রেঞ্জ/বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম/ জে, এল নং	দাগ নং ও অবস্থান	ভূমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
(১)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	চর আবদুল্লাহ	উত্তরে-সোনাগাজীর নতুন বেঁড়ী বাঁধরাস্তা ও তৎসংলগ্ন খাসভূমি দক্ষিণে-মেঘনা নদী পূর্বে-বড় ফেনী নদী পশ্চিমে-ছোট ফেনী নদীর মোহনা।	১,০০০ একর (এক হাজার)	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।
(২)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	চর দেলোয়ার	উত্তরে-চর আবদুল্লা দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পূর্বে-বড় ফেনী নদী পশ্চিমে -ছোট ফেণী নদী।	১,০০০ একর (এক হাজার)	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।

2,000 একর

চূড়ান্তভাবে "সংরক্ষিত বন" এলাকা ঘোষণা করা হলে নিম্নবর্ণিত বাধা-নিষেধ আরোপিত হইবে ঃ

(ক) নিম্নস্বাক্ষরকারী, ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, ফেনীর সমীপে পেশ না কার সমস্ত অধিকার (Right) বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তিতে মানিয়া লওয়া অধিকার ছাড়া অন্য কোন প্রকার অধিকার গ্রাহ্য হইবে না।

(গ) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিনা অনুমতিতে সংরক্ষিত বন এলাকায় কেহ প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(ঘ) কেহই বনজদ্রব্য যেমনঃ গাছ, ডালপালা, লতাপাতা, ঘাস, বালু, পশু-পাখি, মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া এবং মাটি ইত্যাদি বিনা অনুমতিতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন না।

(ঙ) কেহই চাষাবাদ করিতে পারিবেন না।

(চ) বিনা অনুমতিতে গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, ইত্যাদি চরাইতে পারিবেন না।

(ছ) বিনা অনুমতিতে কোনরূপ বন্যপ্রাণী ধরিতে বা শিকার করিতে পারিবেন না।

(জ) প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে তফসিলে বর্ণিত এলাকায় উপকূলীয় অঞ্চলের জলাধারে বা জলাশয়ে, নদী বা নদীর মোহনায় মাছ ধরিতে পারিবেন না।

(ঝ) সংরক্ষিত বন এলাকায় কোন ব্যক্তি ঃ

(১) নতুনভাবে সংরক্ষিত বন পরিষ্কার করিতে পারিবেন না যাহা ১৯২৭ সনের বন আইনের ৫ ধারামতে নিষেধ করা হইয়াছে।

(২) সংরক্ষিত বন এলাকায় কেহ আগুন জ্বালাইতে পারিবেন না অথবা সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করিয়া কোন আগুন জ্বালাইতে বা আগুন জ্বলন্ত অবস্থায় রাখিয়া স্থান ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

(৩) সংশ্লিষ্ট বন কর্মচারী দ্বারা সময় সময় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে সব ঋতুতে আগুন জ্বালানো বা বহন করা বা আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখা নিষেধ করা হয় তাহা অমান্য করিতে পারিবেন না।

(৪) প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে গো-মহিষ বিচরণ করাইতে পারিবেন না।

(৫) অবহেলা বশতঃ কোন গাছ কাটিয়া খণ্ড করিয়া বা টানিয়া নিয়া জঙ্গলের ক্ষতি সাধন করিতে পারিবেন না।

(৬) কোন গাছ কাটা, গাছের ডালপালা কাটা, বাকল তোলা,গাছ চিরাই করিয়া রন্দা করা, গাছের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করা ইত্যাদি করিতে পারিবেন না।

(৭) কোন বনজদ্রব্য আহরণ করিতে, চুন অথবা কয়লা তৈরীতে বা আহরণ করিতে কোন বনজদব্য স্থানান্তর করিতে অথব ইহা দ্বারা কোন কিছু তৈরী করিতে পারিবেন না।

(৮) চাষাবাদ বা অন্য কোন কাজে জমি পরিষ্কার করিতে বা ভাংগিতে পারিবেন না।

(৯) বর্ণিত বন আইনের ২৬ ধারা অমান্য করিয়া এবং সরকার কর্তৃক জারিকৃত কোন আইন অমান্য করিয়া বন্য পশু-পাখি শিকার করিতে, মাছ ধরিতে বা মাছ ধরার জন্য পানিতে বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রণ করিতে পারিবেন না। যদি করেন, তবে তাহাকে যথাক্রমে ২৬(১) এর ক, খ, গ, ঘ ধারার অপরাধে ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং ২৬(১ক) ধারার অপরাধে নিম্নে ৬ মাস পর্যন্ত ও উর্ধ্বে ৫ বছর পর্যন্ত করাদণ্ড এবং নিম্নে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত ও সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অথবা উভয় শাস্তি প্রদান করা হইবে এবং সরকারি জঙ্গলের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হইবে। অত্র ধারা মোতাবেক কোন কার্য নিষেধ বা বেআইনী হইবে না যাহার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিত অনুমতি থাকিবে যাহা সরকার কর্তৃক জারিকৃত আইনের আওতাভুক্ত হইবে অথবা ১৯২৭ সনের বন আইনের ১৫ ধারা 'গ' উপ-ধারা মোতাবেক অথবা সরকার কর্তৃক ১৯২৭ সনের বন আইনের ২ ধারামতে দেয় সুবিধাদির আওতাভুক্ত হইবে। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলার জন্য সংরক্ষিত বনের ক্ষতি সাধন করা হয় যাহার জন্য ১৯২৭ সনের বন আইনের ২৬ ধারা মোতাবেক শাস্তি প্রদান করা বা না করা সাপেক্ষে সরকার সম সংরক্ষিত বন এলাকা বা সংরক্ষিত বন এলাকার কিছু অংশ হইতে দেয় গো-চারণ বা বনজদ্রব্য আহরণের সুবি প্রয়োজনমত সময়ের জন্য বন্ধ রাখি পারিবেন।

এবিএম শওকত ইকবাল শাহীন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
ও
ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, ফেনী।